REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পত্রেক্ষ বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৬ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮, ইংরাজী 2nd November 1921 | ২৩শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং-র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এস, আর, সি, পি, এস, আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

—০—

বহরমপুর জজ আদালত।

১৯২১। ৩১নং মোৎ গোর্জ্জেন আইনের বিধান মতে।

নাবালক ফণিভূষণ দে পক্ষে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গার্জ্জেন শ্রীগোপাঙ্গিনী দাসী সাং জঙ্গিপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ।

বহরমপুর জজ আদালতে ১৯২১। ১২ই নবেম্বর বেলা ১১টার সময় নাবালকের দেনা পরিশোধ জন্য জজসাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত নিষ্কর জোত নীলাম হইবে।

জেলা মুর্শিদাবাদ কাবেক্টারীর ৬০৩নং নিষ্কর থানা মুর্জাপুর চৌকী জঙ্গিপুর পং নওয়ানগরের অন্তর্গত জরিয়র গ্রাম মধ্যে বীরপক্ষীর মাঠে ৯/৩ বিঘা নিষ্কর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩২৮ সাল।

নূতন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট।

—:০:—

জঙ্গিপুর মহকুমার সবডিবিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, মহোদয় চট্টগ্রাম জেলায় বদলী হওয়ায় তাঁহার স্থানে মৌলবী আব্বাস সোভান মামুদ এম, এস, সি, জঙ্গিপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। মৌলবী সাহেব আসিয়া মহকুমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

আবার বদলী।

—০—

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার লোকপ্রিয় সার্কেল অফিসার মৌলবী এলামউদ্দিন খাঁ সাহেবের বর্দ্ধমান বিভাগে বদলী হওয়ার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। যখন কোন রাজপুরুষ এলাকার অভাব অভিযোগ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় অবগত হন এবং এলাকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন, যে সময়ে তাঁহার দ্বারা মহকুমার উন্নতি সংসাধিত হইবার আশা করা যায় সরকার ঠিক সেই সময়েই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। মৌলবী এলামউদ্দিন সাহেবের বদলীও ঠিক সেই প্রকার হইল। সবডিবিসনাল অফিসার মহোদয় এই মহকুমায় নূতন আসিয়াছেন, আবার সার্কেল অফিসার নূতন লোক হইলে মহকুমার বিষয় অবগত হইতেই কিছুদিন কাটিয়া যাইবে। ফলে মহকুমার কার্য্যাদি পরিচালনায় যে খুব সুশৃঙ্খলা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। জানিনা সরকার এত শীঘ্র শীঘ্র অফিসার বদলি করিয়া কি সুফল ফলাইবেন। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম।

হেমন্তে শীতের প্রকোপ।

—:০:—

কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক গত প্রায়। সকালে ও রাত্রিকালে যে প্রকার শীত অনুভূত হইতেছে তাহা প্রায় অন্যান্য বৎসরের পৌষ মাসের শীতের মত। না জানি পৌষ মাঘ মাসে কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডাই হইবে। এই বস্ত্রাভাবের দেশে শীত নিবারণ করিবার উপায় জানু, ভানু, কৃশানু। কাজেই এই অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়া কেবল গরীবের কষ্টের মাত্রা বাড়াইবার জন্য। এই ঋতু বিপর্য্যয় খুব সুলক্ষণ নহে।

ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন।

—০—

আমরা ইতিপূর্ব্বে নিমতিতা-ডাকঘর ও জগতাই গ্রামের প্রাত্যহিক ডাকবিলি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি সেই বিষয়ে আজি আর একটি কথা বলিতে চাহি। এই সম্পর্কে পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় এক পত্রে লিখিয়াছেন—"According to the rules of this department villages outside the post-town proper are not served by postmen on Sundays and Post office holidays."

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি,—Post-town proper কথাটার অর্থ কি? যে গ্রামে পোষ্ট-অফিস স্থাপিত আছে, সেই গ্রাম যদি Post-town proper হয়, তবে সেই প্রশ্ন উঠিবে যে, বর্ত্তমান ডাকঘরের নাম যাহাই হউক ইহার অবস্থান বস্তুতঃ রাধানগর গ্রামে; তবে নিমতিতা গ্রামে রবিবারে এবং বন্ধের দিনে কেন ডাকবিলি হয়? আর যদি যে গ্রামের নামে পোষ্ট-অফিস, সেই গ্রামকে Post-town proper বলিতে হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিমতিতা পোষ্ট-অফিস হইতে স্থানীয় সব্-রেজেষ্ট্রী অফিসে বন্ধের দিনে এবং রবিবারে ডাকবিলি হয় কেন? সব্-রেজিষ্ট্রী অফিসটি কাসিমনগর গ্রামে অবস্থিত। যদি সন্নিহিত গ্রামগুলিকে Post-town proper বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে গরীব জগতাই গ্রামই বা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে?

বস্তুতঃ Post-town proper কথাটার অর্থ আমরা ঠিক বুঝিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে আমাদের আলোচ্য ডাকঘরটী জগতাই গ্রামে অবস্থিত ছিল, তখন নিমতিতা গ্রামে পিওন দ্বারা প্রত্যহই ডাকবিলি হইত। তবে এখন নিমতিতায় অফিসটি স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া জগতাই গ্রামকে প্রাত্যহিক ডাকবিলির সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কেন? বিশেষতঃ জগতাই স্মরণাতীত কাল হইতে এই সৌভগ্য উপভোগ করিয়া আসিতেছিল।

ফলতঃ জগতাই ও নিমতিতা ব্যবহারতঃ (Practically) একগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতাই, নিমতিতা, কাশিমনগর, রাধানগর প্রভৃতি একই Town এর ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি যদি Post-town proper হয়, তবে অবশিষ্ট সকলগুলিই Post-town proper এর অন্তর্গত। এই অভ্রান্ত সত্যের অনুরোধেই পূর্ব্বে যখন ডাকঘরটি জগতাইয়ে অবস্থিত ছিল, তখন জগতাই, নিমতিতা প্রভৃতি সকল স্থানেই প্রাত্যহিক ডাকবিলির নিয়ম ছিল। এতদিন পরে সে নিয়মের অন্যথা ঘটাইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সচিব মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের উপায়।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের উপায় দুই প্রকার হইতে পারে, যথা মুখ্য ও গৌণ (major and minor)। গৌণ উপায়—যেমন গ্রামের আবর্জ্জনা দূর করা, ড্রেণ বা নালা তৈয়ার করা, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা, ডোবা বুজান, জঙ্গল পরিষ্কার এবং সাধারণ স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলির সংস্কারসাধন। এ সকল কার্য্য স্থানীয় সভার কার্য্যাবলীর অঙ্গমাত্র, বিশেষতঃ নূতন ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একজন বিখ্যাত মনস্বী বলেন যে পল্লীজীবন হইতেই ভারতের জাতীয় জীবনের সূত্রপাত। এই সকল ইউনিয়ন বোর্ডের ভবিষ্যৎ খুব প্রশস্ত ইহাদিগকে অনেক কাজ করিতে হইবে। আমার নিজের ধারণা এই যে জাতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সকল ইউনিয়ন বোর্ডকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে হইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করিলে চলিবে না। উহারা স্থানীয় অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবে, চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্বন্ধে উহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান থাকিবে নিজেদের টাউন হল, বাজার এবং ছোট খাট বিষয়ের জন্য নিজেদের আদালতও থাকিবে। ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার মনে হয় যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এখন যে সম্পর্ক তখন জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ান বোর্ডের মধ্যে সেই সম্পর্কই হইবে। উহারা জেলা বোর্ডে প্রতিনিধি পাঠাইবে এবং জেলা বোর্ডের কার্য্য চালাইবার জন্য, জেলার অভাব প্রতীকারের জন্য চাঁদা দিবে। আমার এ আশা হয়ত একটা স্বপ্নমাত্র, আমার নিজের মনেই লুক্কায়িত থাকা উচিত ছিল—যদিও আমার জীবনের এমন অনেক আশা সফল হইয়াছে। যাহা হউক এ সকল ভবিষ্যতের কথা ভগবানের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই সকল ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ডের দান ও সরকারী পাউণ্ড এবং খেয়াঘাটের উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া ইহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। অর্থের অনাটনে উহারা তেমন ভালভাবে কাজও করিতে পারিতেছে না। যাহাতে আমরা সকলেই রাজা প্রজা উভয়েই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারি সেই জন্যই আমি এই কথার উল্লেখ করিলাম। শীঘ্রই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের (Local Self-Government Act) সংশোধন হইবে, তখন এই কথার আলোচনা হইবে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট যে অতিরিক্ত দান করিয়াছেন (রোডসেসের চতুর্থাংশ) তাহা আলাহিদা করিয়া রাখিয়া পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতির খরচের জন্য ব্যয় করিবার বন্দোবস্ত করিব কিনা তাহাই আমি ভাবিয়া দেখিতেছি। এমন হইলে এ টাকা জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে খরচ হইবে।

এই সকল গৌণ উপায়ের আলোচনা করিবার কালে আমি একটা সমিতির কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই এ সমিতির উল্লেখ করিয়াছি। আমার মনে হয় যে ইহার কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহার নাম সেণ্ট্রাল অ্যাণ্টিম্যালেরিয়াল কো-অপারেটিভ সমিতি; ইহা পানিহাটী পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত এবং বিখ্যাত

জীবানুতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। নিজেদের চেষ্টাতেই এ সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকজনে একত্র হইয়া মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছে এবং বাকী টাকা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করিতেছে। যাহারা চাঁদা দেয় তাহারা পয়সা না দিয়া ডাক্তারকে ডাকিতে পারে। যাহারা চাঁদা দেয় না তাহারাও একজন ডাক্তার দরুণ তাঁহার সাহায্য পায় উপরন্তু সমিতির টাকা ও কতকগুলি দলবদ্ধ লোকের চেষ্টার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। এই কার্য্যপ্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং আমি আপনাদিগকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে বলি। এক্ষণে এইরূপ কুড়িটী অ্যান্টিম্যালেরিয়াল কো-অপারেটিভ সমিতি আছে এবং উহাদের সর্ব্বসমেত ৩২,০০০৲ টাকা মূলধন আছে। ইউনিয়ান বোর্ড, লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ড সকলের এই সকল স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ফলে স্থানীয় লোকের দেশ সেবার উৎসাহ বাড়িবে এবং গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির সুবিধা হইবে। মনে রাখিবেন কুটিরেই জাতির আবাস উহাই জাতির মেরুদণ্ড। আমাদিগকে স্বাস্থ্যোন্নতির বন্দোবস্ত একে গোড়া হইতে ভিত্তি হইতে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। অনেক জেলায় আমাদের পল্লীবাস জনশূন্য লোক-পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদিগকে আবার তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, পল্লীজীবনের উল্লাস, শান্তি ও পুরাতন সন্তোষ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি না ঘটাইতে পারিলে, এই দৃঢ় বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বাঙ্গালার সে পুরাতন উল্লাস পুরাতন জীবন ফিরাইয়া আনিবার আর কোন উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের মুখ্য ব্যবস্থা।

এইবার ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের মুখ্য ব্যবস্থাসকল সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ কাজও যেমন বিরাট, ইহার ফলও তেমনিই বহুকালব্যাপী হইবে। কাজেই এ কাজ খুব বড় রকম করিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইতে হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের অভিমতও আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মোটা মোটা ঘটনার সাহায্যে বিচার করা চলিবে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা কি এবং তাহা হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায় এইটুকু আলোচনা করিলেই চলিবে। স্বাস্থ্যসম্পদে পূর্ব্ব বঙ্গ বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তর বঙ্গ তাহার নীচে, মধ্য বঙ্গ তাহার পর এবং পশ্চিম বঙ্গই এ প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। যাহারা দেশ ত্যাগ করে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিতে পারিলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রধান নিদর্শন ধরা যাইতে পারে। বাঙ্গালা হইতে বড় একটা কেউ দেশান্তরী হয় না। অতএব আমরাও এই উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। ১৯০১-১৯১১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে বাঙ্গালার বিভিন্ন বিভাগের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হিসাব এই—(ইদানীর আদমসুমারীর হিসাব পাওয়া যায় নাই):—

			শতকরা।
১।	পশ্চিম বঙ্গ	... ...	২.৮ জন।
২।	মধ্য বঙ্গ	... ...	৫.১ „
৩।	উত্তর বঙ্গ	... ...	৮.০ „
৪।	পূর্ব্ব বঙ্গ	... ...	১২.০ „

প্রথমোক্ত তিনটী বিভাগে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি এত কম হইবার কারণ ম্যালেরিয়া ও আর্থিক দুরবস্থা। এখন এই সকল বিভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কেমন তাহা দেখা যাউক। যথা:—

		শতকরা।
পশ্চিম বঙ্গ	... ...	৪০.৯
মধ্য বঙ্গ	... ...	৩২.৩
উত্তর বঙ্গ	... ...	২৭.৭
পূর্ব্ব বঙ্গ	... ...	৭.৫

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম বলিয়াই পূর্ব্ব বঙ্গের স্বাস্থ্যের অবস্থা এত ভাল। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থায় এমন কি আছে যাহার ফলে বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম হইয়া পড়িয়াছে? উহা আর কিছুই নহে, উহা পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলির বান। বৎসর বৎসর বানে দেশ ডুবিয়া যায়, বদ্ধ ডোবা খালের রোগবীজাণু মরিয়া যায়, পলি পড়িয়া মাটি উর্ব্বর স্বর্ণপ্রসূ হইয়া উঠে। কাজেই বলিতে হয় যে যদি বাঙ্গালার অন্যান্য বিভাগের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হয়, ম্যালেরিয়া দূর করিতে হয় তাহা হইলে সেই সকল স্থানে যতদূর [illegible] পূর্ব্ব বঙ্গের মত অবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্য ও পশ্চিম অংশ ব-দ্বীপ কিম্বা অর্দ্ধ ব-দ্বীপ। ঐ সকল স্থানে বোনীফেকাজিয়েনী বা বোনীফিকেসন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করার সুবিধা আছে। লিওনারডো ডি ভিন্সি এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত। এই পদ্ধতিতে কার্য্য করিলে কৃষি স্বাস্থ্য দুয়েরই উন্নতি ঘটে। এই পদ্ধতিতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত এমন ভাবে করা হয় যে একসঙ্গে দেশ বাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে এবং জমীর উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালার এ পদ্ধতিমতে কার্য্য করিলে জল ময়লা নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মজা পলিপড়া নদীগুলিতে সংস্কার করিতে হইবে। স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান ও জল নিকাশ দুইই এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। ইটালী, ইজিপ্ট, দক্ষিণ ভারতের নানা ব-দ্বীপে এমন কি বাঙ্গালায়ও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আশাতীত সুফল ফলিয়াছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যনীতিবিদ্ ও পূর্ত্তবিদ্যাবিদ্ উভয়কেই পরস্পরের সাহচর্য্য করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের আলোচনায় আমি বাঙ্গালার ব-দ্বীপ প্রকৃতির স্থানগুলিতে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যে ডাক্তার বেণ্টলীও তাঁহার রিপোর্টে এ পদ্ধতিতে কার্য্য করিতে বলিতেছেন।

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। /১০ ছয় পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। [illegible]ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।[illegible]নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২৷০ ভিঃ পিতে ২৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /১০ শিশির মূল্য ৩৷০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

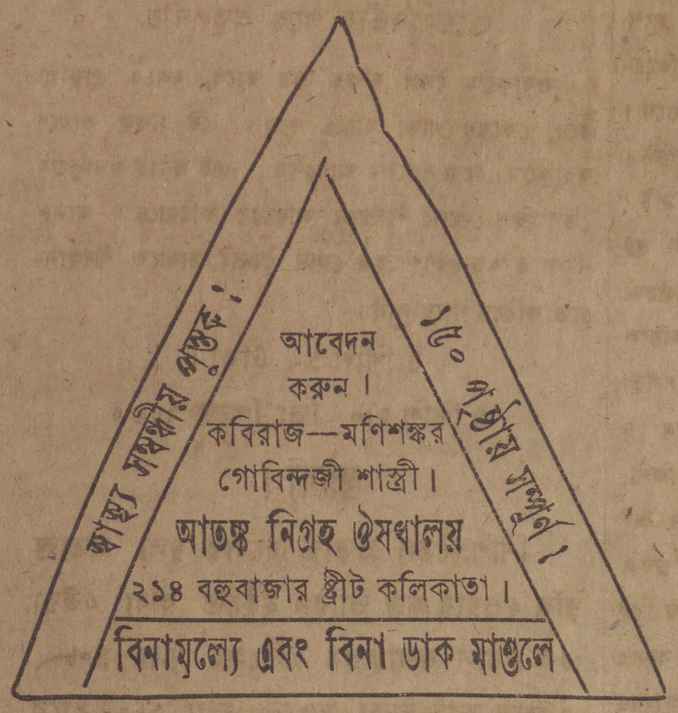

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ